ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 013 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০১৩ ● কলকাতা ● ২৮ পৌষ, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ১৩ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

## আইপ্যাকে ইডি অভিযান নিয়ে ঠিক কী বললেন পুলিশ কমিশনার

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও দফতরে ইডি হানার ঘটনাকে ঘিরে রাজ্য-রাজনীতি ও প্রশাসনে উত্তাপ বাড়ছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই ইডির বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে জোড়া অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পাল্টা হিসেবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাও সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে।ইডি বলছে কয়লা পাচার কাণ্ডের তদন্তেই এই তল্লাশি অভিযান করা হয়েছে। সেই অভিযান চলাকালীন আইপ্যাকের কর্ণধার এবং সংস্থার অফিসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাওয়া এবং একাধিক ফাইল বের করে আনা নিয়ে আপাতত রাজ্য-জাতীয়

এরপর ৬ পাতায়

**পর্ব 172**

## হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর তখন ক্ষত তাজা হয়ে যায়, রক্ত বেরোতে লেগে যায়। সেইজন্যে আমরা ঐসব ঘটনা থেকে অতটা দুঃখী হই না যতটা হই তাদের স্মরণ করে। ছোটবেলার ঐসব কষ্ট, ঐসব অপমান ভরা জীবন, ঐসব খারাপ ঘটনা, ছোট বেলার ঐসব খারাপ লোক, তাদের খারাপ ব্যবহার আমাদের চিত্তে স্থায়ী ছাপ রেখে যায়।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE • 24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

# বন্ধুদের পিকনিকেই ভয়ঙ্কর কাণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শীতকালে বন্ধুরা মিলে পিকনিকের আয়োজন করে থাকেন অনেক জায়গায়। সেরকমই পিকনিক করতে গিয়েছিলেন একদল যুবক। সেই পিকনিকে যে কী ঘটল, তা বুঝে উঠতে পারছেন না কেউই। তাঁদের গাড়ি থেকে রাস্তায় এক বৃদ্ধের মৃতদেহ নামাতে দেখে চমকে ওঠেন সোনারপুরের ঘাসিয়াড়া এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের নিষেধ করলেও কোনও লাভ হয়নি।তাঁর অভিযোগ, সকলেই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। ঘটনার পর পুলিশ ৪ থেকে ৫ জনকে আটক করেছে। তবে মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। কীভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পাঁচ যুবককে আটক করে। ঘটনাটি ঘটেছে সোনারপুর থানার অন্তর্গত ঘাসিয়াড়া এলাকায়। অভিযোগ, পিকনিকে আসা এক ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাঁর দেহ রাস্তায় ফেলে পালানোর চেষ্টা করেন সঙ্গীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় বিষয়টি সামনে আসে। এলাকাবাসীর সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা ঘটনাস্থলে থাকা সকলকে আটকে রেখে সোনারপুর থানায় খবর দেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই ব্যক্তির দেহ শক্ত হয়ে গেলেও যুবকরা অস্বীকার করেন। তাঁরা দাবি করেন, ওই ব্যক্তি জীবিত আছেন, চোখে-মুখে জল দিতে এসেছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম ক্ষুদিরাম মণ্ডল (৬০)। তিনি টালিগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা এবং পেশায় গাড়িচালক ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় বাসিন্দা বুদ্ধদেব দাস জানান, একটি গাড়িতে করে আরও কয়েকজন ওই ব্যক্তির সঙ্গে এসেছিলেন এবং দেহ ফেলে পালানোর চেষ্টা করছিলেন বলে সন্দেহ হয় তাঁর। অপর প্রত্যক্ষদর্শী প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়ের দাবি, একটি ম্যাটাডোর ও দুটি বাইক নিয়ে ওই যুবকরা হাজির হন।

# তৃণমূলের বুথকর্মীরা ইন্ডিয়ান আর্মি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কর্মীরা হলেন আর্মি, তাঁরা হলেন নেভি, আর সোশ্যাল মিডিয়ার কর্মীরা হলেন এয়ারফোর্স - এমনই দাবি করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার মিলন মেলা প্রাঙ্গণে 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধার' কনক্লেভে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বলেন, 'একদিকে নেভি, একদিকে আর্মি, একদিকে এয়ারফোর্স।সেইসঙ্গে তিনি বলেন, 'ঠিক একইভাবে আপনি যদি তৃণমূলকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন, নীচে যাঁরা প্রচার করছেন, বুথে যাঁরা বসছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই দলের সম্পদ। তাঁরা সংগঠনের হয়ে কাজ করছেন, দেওয়াল লিখছেন, ফেস্টুন লাগাচ্ছেন, পতাকা লাগাচ্ছেন, মিছিলে হাঁটছেন, তাঁরা দলের আর্মি। আপনারা যাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করছেন, দলের হয়ে লড়ছেন, তাঁরা এয়ারফোর্স। এটা মাথায় রাখতে হবে। আর আমরা যারা পার্লামেন্টে লড়ছি বা হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টে লড়ছি, মানুষের সঙ্গে থাকছি, তাঁদের ধরে নিন নেভি।'তৃণমূলের বুথকর্মীরা যদি ইন্ডিয়ান আর্মি হন, তাহলে আমরা ইন্ডিয়ান নেভি, আর সোশ্যাল মিডিয়া হচ্ছে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স।' সেইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, তৃণমূলের তিন বাহিনী যদি সমন্বয় বজায় রেখে এগিয়ে চলে এবং লড়াই করে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধীরা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

এরপর ৩ পাতায়

# স্বামীজির জন্মদিনে সেজে উঠেছে বেলুড় মঠ

বেবি চক্রবর্ত্তী

১২ জানুয়ারী, সোমবার মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ তম জন্মদিন। এদিন আন্তর্জাতিক যুব দিবসও বটে। শুধু বেলুড়মঠ নয়, সিমলা স্ট্রিটে স্বামীজীর জন্মভিটেও সুন্দর সাজে সেজে উঠেছে। দিনভর পালিত হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। ভক্তি ও শ্রদ্ধার অদ্ভুত মিশেল দেখা গিয়েছে। ভোরে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের মঙ্গলারতির মাধ্যমে বেলুড়ে স্বামীজির জন্মবার্ষিকীর উদযাপন পালন শুরু হয়। বেলুড় মঠে সকাল থেকেই স্বামীজির বিশেষ পুজো-অর্চনা করা হচ্ছে। দিনভর রয়েছে নানা অনুষ্ঠান, ধর্মসভা। স্বামীজির জন্মদিবসকে যুব দিবস হিসাবেও পালন করা হয়। ৪২ তম যুব দিবস উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে বিশেষ শোভাযাত্রা আসে বেলুড় মঠে। এছাড়া বিভিন্ন স্কুল থেকেও পড়ুয়াদের নিয়ে প্রভাতফেরী ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই শোভাযাত্রাগুলিও বেলুড় মঠে এসে পৌঁছেছে। তবে সাম্প্রতিক প্রথা মেনে স্বামীজীর জন্মদিন নিয়ে চলেছে রাজনৈতিক কর্চা।

এছাড়াও স্বামীজির মূর্তিতে মাল্যদান করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, তৃণমূল নেত্রী শশী পাঁজা। শুভেন্দু অধিকারীও মিছিল করে আসছেন সিমলা স্ট্রিটে। বেলা বাড়তেই স্বামীজিকে শ্রদ্ধার্ঘ জানাতে আসবেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তবে রাজনীতি থেকে শত হস্ত দূরে রয়েছে বেলুড় মঠ। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা সকাল থেকেই বেলুড় মঠে আসছেন। স্বামীজির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বৈদিক পাঠের আয়োজন করা হয়েছে। বিরাট লাইন দেখা গেছে বেলুড় মাঠে। একাগ্র মনে বহুভক্তকে ধ্যান করতে দেখা গেছে। বেলুড় মঠ এক অদ্ভুত শান্তির পরিবেশ একই ভাবধারায় চিরাচরিত ভাবে বয়ে চলেছে স্বামীজীর আদর্শ।

# কমিশনকে নোটিস দিল শীর্ষ আদালত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর পদ্ধতি নিয়ে গোড়া থেকে আপত্তি তুলেছিল শাসকদল তৃণমূল। আপত্তির মূল বিষয় ছিল, যে পদ্ধতিতে কাজ হচ্ছে, তা অবৈজ্ঞানিক। এতে ভুলের আশঙ্কা প্রবল। আপত্তি ছিল কমিশনের বলা 'লজিক্যাল ডিসক্রিপান্সি' শব্দবন্ধ নিয়েও। তৃণমূলের তরফে এনিয়ে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা বর্ষীয়ান নেতা ডেরেক ও ব্রায়েন এবং দোলা সেন।সোমবার তৃণমূলের তরফে আইনজীবী কপিল সিবলের সওয়ালের পরিপ্রেক্ষিতে এসআইআর পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়। তা নিয়ে কমিশনের আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি। এর জন্য নির্বাচন কমিশনের তরফে ২ সপ্তাহ সময় চাওয়া হলেও তা মেলেনি। এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তর এজলাসে মামলাটি উঠলে কমিশনকে কার্যত ধাক্কা খেতে হয়। নির্বাচন কমিশনের কাছে জবাবদিহি চাইল শীর্ষ আদালত। এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে হবে। আগামী ১৯ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানি।

সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চে এই মামলায় তৃণমূলের হয়ে সওয়াল করেন বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বল। তাঁর বক্তব্য, লজিক্যাল ডিসক্রিপান্সির নামে যা চলছে, তা অযৌক্তিক এবং ভীষণ অদ্ভুত এক প্রক্রিয়া। হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের ভিত্তিতে কাজ হচ্ছে। সওয়াল শুনে কমিশনের আইনজীবীর কাছে এ বিষয়ে জানতে চান বিচারপতিরা। কমিশনের আইনজীবী দু সপ্তাহ সময় চান। কিন্তু প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, একসপ্তাহের মধ্যেই জবাব দিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরের খসড়া তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায় প্রায় ৫৮ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়েছে। এই বাদের তালিকায় ঠিক কারা, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে তৃণমূল। অভিযোগ ওঠে, নানা ছুতোয় বৈধ ভোটারদের নাম বাদ পড়েছে। গোটা পদ্ধতির স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যায়। তুলনা হয় বিহারে এসআইআর পদ্ধতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রক্রিয়ার ফারাক নিয়ে। অবিলম্বে তা বন্ধ করার আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল।

# মদের ঘাটিতে বচসা থেকে খুন,ফলে ব্যাপক চাঞ্চল্য

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

মদের ঘাটিতে বচসার জেরে খুন হল বছর তিরিশের এক তরুণ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লকের পূর্ব কাঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম কাঠালবাড়ি গ্রামে। নিহতের নাম সঞ্জয় তালুকদার। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে গ্রামের একটি মুদিখানার দোকানে সঞ্জয়ের সঙ্গে দোকান মালিকের বচসা বাঁধে। অভিযোগ, দোকানে মদ বিক্রি নিয়ে ওই বিবাদ শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং মারপিটে জড়িয়ে পড়ে উভয় পক্ষ। অভিযোগ, দোকান মালিক ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা সঞ্জয়কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপ দেন। ঘটনাস্থলেই সঞ্জয়ের মৃত্যু হয়। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে

এরপর ৬ পাতায়

(২ পাতার পর)

# তৃণমূলের বুথকর্মীরা ইন্ডিয়ান আর্মি

আসলে সেই বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই সোমবার 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধার' কনক্লেভের আয়োজন করা হয়। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে যখন মেরেকেটে দেড় মাস বাকি, সেই আবহে সোশ্যাল মিডিয়ায় দলের কর্মীদের চাঙ্গা করতে সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তৃণমূলের তরফে।

সেই লক্ষ্যেই সোমবারের কনক্লেভ থেকে 'ডিজিটাল যোদ্ধা'-দের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন অভিষেক। তাঁরা যাতে নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, বিরোধীদের 'মিথ্যাচার' খণ্ডন করে দেন, তৃণমূল সরকারের ভালো কাজের প্রচার করেন, তার উপরে জোর দেন। কোনওরকম রাখঢাক না করে অভিষেক জানান, আসন্ন ১১০ দিন খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখন 'ডিজিটাল যোদ্ধা'-দের জীবনে ছুটি, রবিবার, শনিবার বলে কিছু থাকবে না। এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় জোর দিতে হবে। যা ছুটি মিলবে, সেটা আগামী মে'তে তৃণমূল ফের সরকার গঠন করার পরে।

সেই রেশ ধরে দলের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার জন্য অভিষেক বলেন, 'আগেকার দিনে যখন যুদ্ধ হত, ধরুন আজ থেকে ৫০০ বছর আগে। কীভাবে যুদ্ধ হত? হাতি, ঘোড়া - এসব করে যুদ্ধ হত। লোকে ঘোড়ায় বসে যুদ্ধ করতে যেত। কেউ হাতিতে বসে যেত। হেঁটে যেত। আজ কীভাবে যুদ্ধ হয়? নেভি, আর্মি, এয়ার ফোর্স - কীভাবে যুদ্ধ হয়? এভাবে তো। তৃণমূল কংগ্রেসকে আপনি যদি তিনটি ভাগে ভাগ করেন, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের আর্মি....ভারতের ডিফেন্স যদি দেখেন, তাহলে তিনটি ভাগ আছে - ইন্ডিয়ান আর্মি, ইন্ডিয়ান নেভি, ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স।'

## সম্পাদকীয়

### ইডি দফতরের নিরাপত্তা বাড়ল

সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি-)-র দফতরের নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ানো হল। সিজিও কমপ্লেক্সের দু'টি প্রবেশদ্বারে ছ'জন করে মোট ১২ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে। আগে থেকেই প্রবেশদ্বারে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলেও, সাম্প্রতিক পরিস্থিতির জেরে এবার জওয়ানের সংখ্যা আরও বাড়ানো হয়েছে।

দিনভর তল্লাশির শেষে সন্ধ্যায় ইডির আধিকারিকেরা দফতর ছাড়ার সময় বিক্ষোভের মুখে পড়েন। ইডির বিরুদ্ধে স্লোগান ওঠে, যদিও আধিকারিকদের গাড়ি আটকানোর মতো কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এই ঘটনার পরেই সিজিও কমপ্লেক্সে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হল বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।যে কারণে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশাসনের তরফে আনুষ্ঠানিক কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে প্রশাসনিক সূত্রের অনুমান, আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও দফতরে ইডির তল্লাশি অভিযানকে ঘিরে সাম্প্রতিক উত্তেজনার প্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সিজিও কমপ্লেক্সে মোট দু'টি প্রবেশদ্বার রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার ইডির তল্লাশি চলাকালীন সাময়িক ভাবে ওই দু'টি গেট বন্ধ রাখা হয়েছিল। যদিও সাধারণ মানুষের প্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়নি, তবে যাতে কোনও 'অবাঞ্ছিত ভিড়' ঢুকে না পড়ে, সে জন্য কড়া নজরদারি চালানো হয়েছিল।

উল্লেখ্য, আগে সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি ও সিবিআই, দু'টি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থারই দফতর ছিল। সেই সময় গেটের সামনে সিআরপিএফ জওয়ানের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে বেশি ছিল। তবে গত বছরের এপ্রিল মাস নাগাদ সিবিআই-এর দফতর সিজিও কমপ্লেক্স থেকে সরে যাওয়ার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থাও কিছুটা শিথিল হয়। তখন গেটের সামনে এক-দু'জন জওয়ানকেই দেখা যেত। বর্তমান পরিস্থিতিতে ফের সেই নিরাপত্তা কড়া করা হল।

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার ইডির তল্লাশি চলাকালীন আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে তিনি সল্টলেক সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের দফতরেও যান। মুখ্যমন্ত্রী চলে যাওয়ার পরেও ওই ভবনের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা।

## তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(একুশতম পর্ব)

পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ সাধনমালায় দ্বিভুজা সরস্বতীর চার প্রকার ধ্যান আছে, 'মহাসরস্বতী','বজ্রবীণা সরস্বতী','বজ্রসারদা' ও 'আর্যা সরস্বতী'। মহাসরস্বতী শুভ্র বসনা, শ্বেত পদ্মের উপর দেবী আসীন, দেবীর ডান হাতে বরদমুদ্রা, বাম হাতে সনাল শ্বেত পদ্ম। বজ্রবীণা সরস্বতীও দ্বিভুজা, শ্বেতবর্ণা আর দুই হাতে বীণা ধরে আছেন।

**ক্রমশঃ**

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

## কয়লা মন্ত্রকের সালতামামি-২০২৫

**নতুন দিল্লি, ১২ জানুয়ারি, ২০২৬**

কয়লা মন্ত্রক আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। আরও বেশি, কার্যকর, সুস্থায়ী ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং রপ্তানির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করতে।

২০২৪-২৫-এ কয়লা উৎপাদন আগের বছরের তুলনায় ৪.৯৮% বেড়ে হয়েছে ১০৪৭.৫২৩ মিলিয়ন টন। কয়লা সরবরাহ ২০২৪-২৫-এ ৫.৩৮% বেড়ে হয়েছে ১০২৫.৩৩ মিলিয়ন টন। ২০২৫-এর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর উৎপাদন হয়েছে ১০৪২.৯০ মিলিয়ন টন (প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী)।

ঘরোয়া কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ২০২৪-২৫-এ কয়লা আমদানি ৭.৯% কমে হয়েছে ২৪৩.৬২ মিলিয়ন টন। এর ফলে, বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় হয়েছে প্রায় ৬০,৬৮১.৬৭ কোটি টাকা।

কয়লা মন্ত্রকের ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচিগুলি হল কোল গ্যাসিফিকেশনের প্রসার, পুনর্বিবেচিত ঝরিয়া মাস্টার প্ল্যানের রূপায়ণ, যান্ত্রিক ব্যবস্থা বৃদ্ধি এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন।

কয়লা উৎপাদন এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে ঘরোয়া কাঁচা কোকিং কোল উৎপাদন ২০৩০-এর মধ্যে ১৪০ মিলিটন টন হওয়ার কথা। ২০৩০-এর মধ্যে ৮টি কোকিং কোল ওয়াশারির পরিকল্পনা করা হয়েছে, যার ক্ষমতা হবে ২১.৫ মিলিয়ন টন। পুরনো সময়উত্তীর্ণ বিসিসিএল এবং সিসিএল-এর ওয়াশারিগুলির

এরপর ৬ পাতায়

## বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

ইনি এককালে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন এবং ইঁহার মূর্তি নেপালে, তিব্বতে এমনকি মাঞ্চুরিয়ায় পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। সাধনমালায় অনেকগুলি কুরুকুল্লার সাধনা পাওয়া যায় এবং তাঁহার রূপও অনেক প্রকারের কল্পিত হইয়াছিল।

**ক্রমশঃ**


• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# অর্থ মন্ত্রকের ২০২৫ সালের বর্ষশেষের পরিক্রমা : আর্থিক পরিষেবা বিভাগ

## (তৃতীয় পর্ব)

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

পরিপালন জোরদার করার জন্য, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তাদের আরআরবি-র বোর্ডে পরিচালক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

• অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ঋণদান (পিএসএল):

অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ঋণদান (পিএসএল) নিয়মের সংশোধন: সর্বশেষ সংশোধনীটি পুর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, সামাজিক পরিকাঠামো, শিক্ষা এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগের মতো মূল ক্ষেত্রগুলিতে ঋণের প্রবাহ বাড়ায় এবং দুর্বল গোষ্ঠীগুলির জন্য সমর্থন জোরদার করে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলোর অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ঋণদান (পিএসএল) বিভাগের অধীনে বকেয়া ঋণের পরিমাণ ছিল সমন্বিত নিট ব্যাঙ্ক ঋণের ৮৮.৪৪%, যা ৭৫% লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোও সমন্বিত নিট ব্যাঙ্ক ঋণের ৪২.১০% অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ঋণদান অর্জন করেছে, যা ৪০% লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে।

সবার বীমা সবার সুরক্ষা - বীমা আইনের সংশোধন

• সবকা বীমা সবকি রক্ষা (বীমা আইনের সংশোধন) আইন, ২০২৫ নাগরিকদের সুরক্ষা বৃদ্ধি করে, বীমার প্রসার বাড়ায়, বীমা ক্ষেত্রের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে এবং ব্যবসা করার সহজতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়।

• গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. এফডিআই সীমা বৃদ্ধি : ভারতীয় বীমা কোম্পানিগুলিতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) সীমা ৭৪% থেকে বাড়িয়ে ১০০% করা হয়েছে। এটি স্থিতিশীল ও টেকসই বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে, প্রযুক্তি হস্তান্তর সহজ করতে, বীমার প্রসার এবং সামাজিক সুরক্ষা বাড়াতে সাহায্য করবে।

২. বাণিজ্য সরলীকরণ : এটি পলিসিধারীদের নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা এবং সহায়তা নিশ্চিত করে এবং ব্যবসা করার বাণিজ্য সরলীকরণকে উৎসাহিত করে। এর মধ্যে আছে বীমা মধ্যস্থতাকারীদের জন্য এককালীন নিবন্ধনের ব্যবস্থা।

৩. এছাড়াও, বীমা কোম্পানিগুলির জন্য পরিশোধিত ইকুইটি মূলধনের শেয়ার স্থানান্তরের জন্য আইআরডিএআই-এর অনুমোদন চাওয়ার সীমা বর্তমান ১% থেকে বাড়িয়ে ৫% করা হয়েছে।

৪. বিদেশি পুনঃবীমাকারীদের জন্য নিট মালিকানাধীন তহবিলের প্রয়োজনীয়তা ৫,০০০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ১,০০০ কোটি টাকা করা হয়েছে, যা আরও বেশি পুনঃবীমাকারীর প্রবেশকে সহজ করবে এবং দেশে বৃহত্তর পুনঃবীমা সক্ষমতা তৈরিতে সহায়তা করবে।

৫. বীমা সচেতনতা সৃষ্টি : এই সংশোধনীতে ঝুঁকি সুরক্ষা সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতনতা বাড়াতে এবং পলিসিধারীদের জন্য শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে একটি পলিসিধারীদের শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল গঠনেরও বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়াও, ভারতীয় বীমা কোম্পানি এবং বীমা মধ্যস্থতাকারীদের জন্য শর্তাবলী যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে ব্যবসা করার সহজীকরণকে আরও সহজ করতে ৩০.১২.২০২৫ তারিখে ভারতীয় বীমা কোম্পানি (বিদেশি বিনিয়োগ) সংশোধন বিধিমালা, ২০২৫-ও বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে।

• সরকারের সঙ্গে সকল অংশীদারদের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডিজিটাল পেমেন্ট উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

• মোট ডিজিটাল পেমেন্ট লেনদেনের পরিমাণ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২,০৭১ কোটি থেকে ৪১% চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২২,৮৩১ কোটিতে পৌঁছেছে।

• একই সময়ে, লেনদেনের মূল্য ১,৯৬২ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৫০৯ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বর্তমান অর্থবছর ২০২৫-২৬-এ (৩১শে ডিসেম্বর'২৫ পর্যন্ত), ডিজিটাল লেনদেনের পরিমাণ ২০,৩৪৩ কোটি এবং মূল্য ২,৩৫৭ লক্ষ কোটি টাকা।

• দেশের নাগরিকরা বিএইচআইএম-ইউপিআই, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, আইএমপিএস, এনইএফটি, আরটিজিএস, এইপিএস, এনইটিসি, পিপিআই-এর মতো অসংখ্য সহজ ও সুবিধাজনক ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতির সুবিধা পাচ্ছেন, যা উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং ডিজিটাল পেমেন্ট ইকোসিস্টেমকে রূপান্তরিত করে ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তি (পিটুপি) এবং ব্যক্তি-থেকে-ব্যবসায়ী (পিটুএম) পেমেন্ট বৃদ্ধি করেছে।

ভীম-ইউপিআই-এর সাফল্য

ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউপিআই) ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি (পিটুপি) এবং ব্যক্তি থেকে ব্যবসায়ী (পিটুএম) লেনদেনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং পছন্দের পেমেন্ট মাধ্যম হিসেবে উঠে এসেছে।

দেশের মোট খুচরা পেমেন্ট লেনদেনের ৮১% ইউপিআই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ইউপিআই যেকোনো

ক্রমশঃ

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

(১ম পাতার পর)

# আইপ্যাকে ইডি অভিযান নিয়ে ঠিক কী বললেন পুলিশ কমিশনার

রাজনীতি তোলপাড়। কলকাতা হাইকোর্ট থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত মামলা হয়েছে। এই অবস্থায় অভিষেকের সাফ কথা - এই কাণ্ডে যদি আইপ্যাক যুক্ত হয় তাহলে কলকাতা ছাড়াও দেশের বাকি আইপ্যাকের অফিসে রেইড হওয়া উচিত। কিন্তু তেমনটা না হয়ে শুধু কলকাতায় হয়েছে। কেন, কী কারণ, সেটাই সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার আর্জি জানিয়েছেন তৃণমূল নেতা।আইপ্যাক-ইডি বিতর্কে আপাতত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর চলছেই।সেই মামলায় কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার নাম উঠে আসায় বিষয়টি আরও আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে।

সোমবার বিকেলে লালবাজারে পথসুরক্ষা নিয়ে আয়োজিত হাফ ম্যারাথনের জার্সি প্রকাশের সাংবাদিক বৈঠকে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে সংযত প্রতিক্রিয়া দেন পুলিশ কমিশনার। মনোজ ভার্মা বলেন, বিষয়টি নিয়ে এই মুহূর্তে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, 'দু'টি কেস করা হয়েছে এবং দু'টিরই তদন্ত চলছে। এর বাইরে এখন কোনও মন্তব্য করা যাবে না। বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন।'

তিনি আরও জানান, শুধুমাত্র শোনা কথার ভিত্তিতে মন্তব্য করা উচিত নয়। যেহেতু গোটা বিষয়টি আদালতের নজরে রয়েছে, তাই তদন্ত চলাকালীন কোনও বক্তব্য দেওয়া সঠিক হবে না বলেই মত তাঁর।

এদিনই অবশ্য ভিন্ন সুর শোনা যায় তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। অন্য এক কর্মসূচিতে তিনি অভিযোগ করেন, তদন্ত নয়, তথ্য চুরি করতেই ইডি আইপ্যাকের দফতরে গিয়েছিল। অভিষেকের দাবি, আইপ্যাকের তিনজন ডিরেক্টরের মধ্যে শুধুমাত্র কলকাতার ডিরেক্টরের বাড়িতে কেন তল্লাশি চালানো হল, দিল্লি বা চেন্নাইয়ে কেন নয় - এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ইডিকে।

গত নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি পেগাসাস কাণ্ডের কথাও উল্লেখ করেন। অভিষেকের বক্তব্য, আগের বার যেমন বিজেপি হেরেছিল, তেমনই এবারও হারবে। এর আগেও তিনি দাবি করেছিলেন, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত একটি অ্যাপ তৃণমূলের জন্য তৈরি করা এবং গরিব মানুষের সহায়তার কাজেই আইপ্যাককে নিশানা করা হয়েছে।

(৩ পাতার পর)

## মদের ঘাটিতে বচসা থেকে খুন,ফলে ব্যাপক চাঞ্চল্য

গুরুতর জখম হন তাঁর বাবা সুভাষ তালুকদার।

খবর পেয়ে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দু'জনকে উদ্ধার করে পাচকোলগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সঞ্জয়কে মৃত ঘোষণা করেন। আহত বাবাকে জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। ঘটনার পর অভিযুক্তরা পলাতক।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা এড়াতে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। অভিযুক্তদের ধরতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। নিহতের পরিবার দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে গোটা এলাকা।

# গঙ্গাসাগর মেলা-২০২৬ উপলক্ষে ইন্ডিয়া পোস্ট বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশ করতে চলেছে

**কলকাতা, ১২ জানুয়ারি, ২০২৬**

ডাক বিভাগের পশ্চিমবঙ্গ সার্কেল গঙ্গাসাগর মেলা-২০২৬ উপলক্ষে একটি বিশেষ ফিলাটেলিক কভার প্রকাশ করতে চলেছে।

এই বিশেষ ডাকটিকিটটি আগামী ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬, অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির দিন, ডায়মন্ড হারবারে ডাক বিভাগের মহানির্দেশক শ্রী জিতেন্দ্র গুপ্ত প্রকাশ করবেন।

গঙ্গাসাগর মেলা, যা প্রতিবছর গঙ্গা নদী ও বঙ্গোপসাগরের সংগমস্থলে অনুষ্ঠিত হয়, ভারতের অন্যতম প্রধান আধ্যাত্মিক সমাবেশ। মকর সংক্রান্তির সময় মেলায় সর্বোচ্চ জনসমাগম হয়। এই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে এবং ২০২৬ সালের তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণকারী অগনিত ভক্তকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, ডাক বিভাগ এই বিশেষ সংগ্রহযোগ্য স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করতে চলেছে।

(৪ পাতার পর)

## কয়লা মন্ত্রকের সালতামামি-২০২৫

আধুনিকীকরণ করা হবে। ইস্পাত তৈরিতে ঘরোয়া ব্লেন্ডিং-এর হার ১০% থেকে ৩০% করতে স্ট্যাম্প চার্জিং প্রযুক্তি রূপায়ণ। কয়লা মন্ত্রক ১৬টি কোকিং কোল ব্লক নিলাম করেছে বেসরকারি ক্ষেত্রকে এগুলিতে উৎপাদন ২০২৮-২৯-এ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবে কয়লা উৎপাদনের জন্য ২০২৫ বর্ষে ৩৩টি কয়লা খনির জন্য বরাদ্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২০২৫-এর অক্টোবরের মধ্যে ৪১টি কয়লা খনির ১৪ দফার নিলাম পর্ব শুরু করেছে কয়লা মন্ত্রক। ২০২৫-এর নিজস্ব কয়লা খনি থেকে কয়লা উৎপাদন হয়েছে ২০৩.৭০ মিলিয়ন টন, আগের বছরের তুলনায় বৃদ্ধির হার ১২.৭৫%।

কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে কয়লা মন্ত্রকের। মন্ত্রকের অধীন কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং তার সহযোগী সংস্থাগুলি ও এনএলসি ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানি আইনের সপ্তম অনুচ্ছেদে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে একাধিক সিএসআর সংক্রান্ত কাজ করেছে। যেমন দারিদ্র দুরীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, লিঙ্গসাম্য, পরিবেশগত সুস্থায়িত্ব, গ্রামোন্নয়ন ইত্যাদি। সাইবার নিরাপত্তা এবং জিইএম পোর্টালের মাধ্যমে সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী কাজের জন্য কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রী শ্রী জি কিষাণ রেড্ডি ১৩ নভেম্বর, ২০২৫-এ কয়লা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে তাদের ব্যতিক্রমী কাজের জন্য সংবর্ধনা জানান। সুস্থায়ী খনি কাজ, ডিজিটাল গভর্নেন্স এবং দেশজুড়ে দায়িত্বপূর্ণ খনি বন্ধের লক্ষ্যে মন্ত্রকের অধীন কোল কন্ট্রোলার অর্গানাইজেশন ঐতিহাসিক উদ্যোগ ও সাফল্যের কথা ঘোষণা করেছে। বৈজ্ঞানিক উপায়, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের অংশগ্রহণের সমন্বয়ে সরকার দায়িত্বপূর্ণ খনি কাজ পরিচালনা করছে, কয়লার গুণমান বাড়াচ্ছে এবং দেশজুড়ে খনি অঞ্চলে অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির ব্যবস্থা করছে।

# সিনেমার খবর

cinema TV

## মা হওয়ার পর কি কাজ কমিয়ে দিচ্ছেন আলিয়া?

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

মা হওয়ার পর ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে বড় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। আগে যেখানে বছরে দুই থেকে তিনটি সিনেমায় কাজ করতেন, এখন সেখানে কাজের সংখ্যা কমিয়ে আনার কথা জানিয়েছেন এই প্রজন্মের জনপ্রিয় অভিনেত্রী।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় ১৩ বছর ধরে বলিউডে সক্রিয় আলিয়া বর্তমানে মাত্র দুটি সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত, যেগুলো চলতি বছর মুক্তি পাওয়ার কথা। এর একটি হলো 'আলফা', যেখানে আলিয়ার সঙ্গে অভিনয় করছেন শর্বরী। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন শিব রাওয়াইল। অন্যদিকে, সঞ্জয় লীলা বানসালি পরিচালিত 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' সিনেমায় স্বামী রণবীর কাপুরের বিপরীতে দেখা যাবে আলিয়াকে। এ ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন ভিকি কৌশলও।

টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আলিয়া জানান, মা হওয়ার পর তার কাজের গতি

স্বাভাবিকভাবেই বদলে গেছে। তিনি বলেন, 'এখন আমার কাজের ধরণ আর গতি আগের মতো নেই। কারণ, আমার একটি সন্তান আছে। আগে একসঙ্গে দুই-তিনটি সিনেমায় কাজ করাটা খুব স্বাভাবিক মনে হতো। কিন্তু মা হওয়ার পর জীবন অনেকটাই ধীর হয়ে গেছে, আর আমি সেই পরিবর্তনটা মেনে নিয়েছি।'

ক্যারিয়ার ভাবনা নিয়েও নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেন আলিয়া। তার ভাষায়, 'আমি ক্যারিয়ারকে কখনো মাইলফলকের তালিকা হিসেবে দেখি না। আগে যেমন করে গল্প আর চরিত্র বেছে নিতাম, এখনও ঠিক সেভাবেই নিই। নতুন কিছু করার চেষ্টা করি এবং নিজেকে নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত রাখি।'

সন্তান জন্মের পর অ্যাকশন দৃশ্যে অভিনয় করাকে নিজের জন্য বড় এক শেখার অভিজ্ঞতা বলেও উল্লেখ করেন আলিয়া। সে কারণেই 'আলফা' সিনেমাটি তার কাছে বিশেষ। তিনি বলেন, 'এই ছবির কাজ করতে গিয়ে বুঝেছি, আমার শরীর এই ধরনের দৃশ্যের জন্য কতটা প্রস্তুত।'

## অহেতুক গুজবের কারণে সুন্দর সম্পর্কগুলো নষ্ট হয়ে যায়: শাহরুখ

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সঙ্গে বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের প্রেমের সম্পর্কের কথা একসময় খুব জোরেশোরে চাউর হয়েছিল। এ নিয়ে নাকি শাহরুখের দাম্পত্যজীবনেও বেশ অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। সে সময় বিবাহিত নায়কের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোর অভিযোগে বেশ কটাক্ষের মুখে পড়তে হয় প্রিয়াঙ্কাকে।

পরে অবশ্য এসব নিয়ে মুখ খোলেন শাহরুখ। সম্প্রতি অভিনেতার একটি পুরোনো সাক্ষাৎকার নতুন করে আলোচনায় এসেছে। যেখানে প্রিয়াঙ্কার প্রতি ধেয়ে আসা কটাক্ষকে 'দুঃখজনক' বলে আখ্যা দেন কিং খান।

ভাইরাল সেই সাক্ষাৎকারে শাহরুখ বলেন, সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন

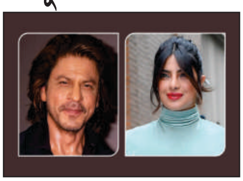

আমার সঙ্গে কোনো নারী কাজ করার পর তার দিকে আঙুল তোলা হয়। প্রিয়াঙ্কাকে যেভাবে অসম্মান করা হচ্ছে, তা সত্যিই দুঃখজনক। আমি নারীদের সম্মান করি, আর প্রিয়াঙ্কাকে করা এই আচরণ অত্যন্ত অমর্যাদাকর।

তার কথায়, ও আমার অন্যতম সেরা বন্ধু। কাজ করতে গিয়ে অনেক সম্পর্ক তৈরি হয়, কিন্তু অহেতুক গুজবের কারণে সেই সুন্দর সম্পর্কগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ও একটি ছোট্ট মেয়ে। মিস ইন্ডিয়া, মিস ওয়ার্ল্ড থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ওর যে সফর, সেখানে ও কঠোর পরিশ্রম করেছে। ক্যামেরার সামনে ও পেছনে—দুই জায়গাতেই আমরা চমৎকার কিছু সময় কাটিয়েছি। বন্ধু হিসেবে যখন দেখি তাকে নিয়ে বাজে কথা হচ্ছে, তখন খারাপ লাগাটাই স্বাভাবিক।

অবশ্য এখন আর সেসব গুঞ্জন নেই। জনপ্রিয় মার্কিন সংগীতশিল্পী নিক জোনাসকে বিয়ে করে বর্তমানে হলিউডেই নিজের আসন পাকাপোক্ত করেছেন প্রিয়াঙ্কা। অন্যদিকে, গত বছর স্বপ্নের মতো কেটেছে শাহরুখের। ব্যাপক বক্স অফিস সফলতার পাশাপাশি অভিনয়ের জন্য প্রথমবারের মতো জেতেন জাতীয় পুরস্কার।

## পরিচালকের ভুলে আসল নামটাই বাদ পড়ে যায় কোয়েলের

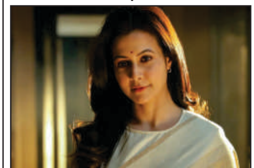

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। দুই দশকের ক্যারিয়ারে এই নামেই পান আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা। অথচ তার আসল নাম কোয়েল নয়, এটা তার ডাকনাম। আসল নাম রুক্মিণী মল্লিক। অভিনেত্রীর প্রথম ছবির পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তীর অনিচ্ছাকৃত ভুলে বাদ পড়ে যায় তার আসল নামটি।

সম্প্রতি ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কোয়েল জানান, ২০০৩ সালে 'নাটের গুরু' সিনেমার মাধ্যমে যখন তার অভিষেক হয়, তখন পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী জানতেন না যে কোয়েল তার ডাকনাম।

তিনি বলেন, পরিচালক হরকাকু ভেবেছিলেন কোয়েলই আমার আসল নাম। তাই আমাকে জিজ্ঞেস না করেই সিনেমার ক্রেডিট লাইনে তিনি এই নামটি ব্যবহার করেন। এরপর থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে আমি কোয়েল নামেই পরিচিতি পাই।

অভিনেত্রী মজা করে জানান, তার আসল নাম যদি সিনেমায় ব্যবহৃত হতো, তবে বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্রর সঙ্গে নামের মিল হয়ে যেত। সেক্ষেত্রে একই ইন্ডাস্ট্রিতে সমসাময়িক দুই রুক্মিণীকে নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারত। পরিচালকের সেই ভুলের কারণেই আজ দর্শকরা তাকে কোয়েল হিসেবে চেনেন এবং এই নামেই তিনি জনপ্রিয়তা পেয়েছেন।

কিছুদিন আগে মুক্তি পেয়েছে কোয়েল অভিনীত 'মিতিন: একটি খুনির সন্ধানে' ছবিটি। এতে আরও অভিনয় করেছেন লেখা চট্টোপাধ্যায়, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরব চক্রবর্তী, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, মধুরিমা বসাক, শতাফ ফিগার, দুলাল লাহিড়ী, শুভ্রজিৎ দত্ত, রোশনি ভট্টাচার্য, অনসূয়া মজুমদার প্রমুখ। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অরিন্দম শীল।

# অবসরের পর কোথায় থাকবেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো?

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ফুটবল ক্যারিয়ারের শেষ প্রান্তে এসে ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ফিফা বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার, এটি হতে পারে তার ক্যারিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ। ৪০ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড আগেই জানিয়েছেন, শরীর সায় দিলেই কেবল তিনি অবসরের সিদ্ধান্ত নেবেন। ততদিন পর্যন্ত মাঠে লড়াই চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি।

তবে মাঠের বাইরে অবসর-পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতিও চলছে পুরোদমে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অবসর নেওয়ার পর রোনালদো স্থায়ীভাবে পর্তুগালে বসবাসের পরিকল্পনা করছেন। দেশটির রাজধানী লিসবন থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে একটি অভিজাত উপকূলীয় রিসোর্ট এলাকায় প্রায় ৩ কোটি পাউন্ড মূল্যের একটি বিলাসবহুল প্রাসাদ নির্মাণ করছেন তিনি। আট শয়নকক্ষের এই বাড়িটির নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল তিন বছরেরও বেশি আগে, যা এখন শেষের পথে।

অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধায় ভরপুর এই প্রাসাদে রয়েছে সমুদ্রের দিকে মুখ করা বিশাল ইনফিনিটি সুইমিং পুল, প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ পাউন্ড মূল্যের গাড়ির সংগ্রহ রাখার জন্য বিশেষভাবে নকশা করা আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজ, আধুনিক জিম, স্মার্ট হিটিং সিস্টেম, ইনডোর ও আউটডোর সুইমিং পুল, ম্যাসাজ রুম এবং ব্যক্তিগত সিনেমা হল।

বাগদত্তা জর্জিনা রদ্রিগেজ ও পাঁচ সন্তানের সঙ্গে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: ফেসবুক থেকে

বর্তমানে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরের হয়ে খেলা রোনালদোর মোট সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ১৪০ কোটি পাউন্ড। অবসরের পর তিনি তার বাগদত্তা জর্জিনা রদ্রিগেজ ও পাঁচ সন্তানকে নিয়ে এই প্রাসাদেই বসবাস করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য ও গোপনীয়তার কথা মাথায় রেখে বাড়িটিতে শিশুদের জন্য আলাদা খেলার জায়গা এবং ব্যক্তিগত সৈকতে সরাসরি প্রবেশের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

প্রাসাদের বিলাসিতাকে আরও এক ধাপ বাড়িয়েছে সলিড গোল্ডের তৈরি ট্যাপ, ইতালিয়ান মার্বেলের কাজ এবং বিশেষভাবে রোনালদো-জর্জিনার জন্য তৈরি লুই ভুইতোঁর একটি কাস্টম ম্যুরাল।

এই প্রাসাদ রোনালদোর বিশাল সম্পত্তির তালিকার সর্বশেষ সংযোজন মাত্র। এর আগে লিসবনে তার ৬০ লাখ পাউন্ডের একটি পেন্টহাউস, জন্মস্থান মাদেইরায় বাড়ি, মাদ্রিদের অভিজাত লা ফিনকা এলাকায় সম্পত্তি, জুভেন্টাসে খেলার সময় ইতালির তুরিনে একটি বিলাসবহুল ভিলা এবং দুবাইয়ে একটি বাসভবন রয়েছে। সৌদি আরবে খেলার সময় তিনি বর্তমানে একটি ব্যক্তিগত দ্বীপে বসবাস করছেন, যা 'বিলিয়নিয়ার্স আইল্যান্ড' নামেই বেশি পরিচিত।

# কোহলির মাইলফলক, ভারতের জয়

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে জয় পেয়েছে ভারত। ৪ উইকেটের এই জয়ে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেলা স্বাগতিক ভারত। এদিন দুটি রেকর্ড গড়লেও ৭ রানের জন্য সেঞ্চুরির আক্ষেপ নিয়ে মাঠ ছাড়েন কোহলি।

রোববার গুজরাটের বডোদরা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে নিউজিল্যান্ডকে প্রথমে ব্যাটিংয়ে পাঠায় ভারত। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কোনো সেঞ্চুরি ছাড়াই ৮ উইকেটে ৩০০ রান করে কিউইরা। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৮৪ রান করেন ড্যারেল মিচেল। ৬২ রান করেন হেনরি নিকোল। ৫৬ রান করেন ডেভন কনওয়ে।

টার্গেট তাড়া করতে নেমে দলীয় ৩৯ রানে ফেরেন ওপেনার রোহিত শর্মা। সাবেক এই অধিনায়ক আউট হওয়ার পর ব্যাট করতে নামেন সাবেক আরেক অধিনায়ক বিরাট কোহলি।

কোহলি ব্যাটিংয়ে নেমে স্বাচ্ছন্দ্যেই ব্যাটিং করছিলেন। ফিফটির পর সেঞ্চুরির পথেই ছিলেন। কিন্তু সেঞ্চুরির ঠিক দোর গোড়ায় গিয়ে হোঁচট খান কোহলি।

৩৯.১ ওভারে দলীয় ২৩৪ রানে তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে সাজঘরে ফেরেন কোহলি। তার আগে ৯১ বলে ৮টি চার আর এক ছক্কায় ৯৩ রান করে ফেরেন এই তারকা ব্যাটসম্যান।

এদিন সেঞ্চুরি না পেলেও দুটি রেকর্ড গড়েছেন কোহলি। ২৫ রান করার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্রুততম ২৮ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন বিরাট। আর ৯৩ রান করার মধ্য দিয়ে শচীন টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডেতে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়ে যান কোহলি।

কোহলি আউট হওয়ার পর এক রানের জন্য ফিফটি মিস করেন শ্রেয়াশ আইয়ার। এরপর লোকেশ রাহুল ও হারশিত রান দলকে জয়ের দুয়ারে নিয়ে যান। হারশিদ ২৩ বলে ২৯ রানে ফিরে গেলেও ২১ বলে ২৯ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান লোকেশ রাহুল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR